কলকাতা ফৌজদারী পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার আপিলের পক্ষে উচ্চ আদালতে

অধিষ্ঠিত:

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

সি.আর.আর. ২০১৪ সালের ২০৭৫

নীলোৎপল আচার্য

-বনাম-

অরুণ আগরওয়াল ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্য : শ্রী ভাস্কর শেঠ

শ্রী প্রদীপ কুমার সিং

বিরোধী দলের জন্য নং ১ : শ্রী আবিরলাল চক্রবর্তী

সুশ্রী দীপান্বিতা দাস

শ্রী দেবর্ষি ভট্টাচার্য

সুশ্রী অর্ক মুখার্জি

শুনানি : ০৩.০৭.২০২৩, ১৯.০৭.২০২৩, ০২.০৮.২০২৩, ২৫.০৯.২০২৩, ০৪.১০.২০২৩

রায়দান : ১৮.১২.২০২৩

<u>অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, জে.:-</u>

১. ২০১৪ সালের সি.আর. নং ১০১ প্রক্রিয়া হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে জারি করা অভিযোগের মামলাটি বাতিল করার জন্য তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা হয়েছে যা এখন শিলিগুড়ির ৩য় আদালতের বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং সকলের সামনে বিচারাধীন। সেখানে দেওয়া আদেশগুলি এবং ২৫.০২.২০১৪ তারিখের একটি আদেশ শিলিগুড়ির শিলিগুড়ির ৩য় আদালত কর্তৃক ২০১৪ সালের সি.আর. নং ১০১ এবং পরবর্তী সমস্ত এবং অন্যান্য আদেশগুলি দ্বারা পাস করা হয়েছে৷

২. মা ভাওয়ানি হাইটস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালক শ্রী অরুণ আগরওয়ালের একজন বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করা অভিযোগের একটি পিটিশনের ভিত্তিতে। যার ভিত্তিতে ২০১৪ সালের সি.আর. নং ১০১ হিসাবে একটি অভিযোগ মামলা এখানে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু করা হয়েছিল। মামলাটি আমলে নেওয়ার পরে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারা মেনে চলার জন্য শিলিগুড়ির শিলিগুড়ির তৃতীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এটি স্থানান্তর করেছেন।

৩. অভিযোগের উল্লিখিত পিটিশনে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা হল যে -

ক) অভিযুক্ত/আবেদনকারী অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রস্তুতির ব্যবসায় জড়িত

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্র যারা প্রবেশিকা এবং

প্রতিযোগিতামূলক

আইআইটি জেইই (আইআইটি জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন) সহ পরীক্ষাগুলি,

-

এআইইইই (অল ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন) ইত্যাদি।

খ) বানসাল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটা আইআইটি – জেইই, এআইইইই, প্রি-মেডিকেল এবং অন্যান্য কোচিং ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য কোচিং ক্লাস পরিচালনার জন্য একাডেমিক বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রদানে বিশেষজ্ঞ।

গ) অভিযুক্ত/আবেদনকারী স্যাটেলাইট লার্নিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে তার উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়নের জন্য বানসাল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটা-এর সাথে একাডেমিকভাবে আবদ্ধ হয়েছেন।

ঘ) ২০.০৭.২০১৩-এ অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ১-কে অভিযুক্ত/আবেদনকারীর ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল আইওডিএল এসএলপিসি-এর মাধ্যমে অভিযুক্ত/আবেদনকারী এবং অভিযোগকারী/বিরোধী পক্ষ নং ১-এর

মধ্যে বানসাল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটার মাধ্যমে তার কেন্দ্রে আইআইটি-জে. ই. ই ইত্যাদি সহ প্রবেশিকা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার স্যাটেলাইট লার্নিং প্রোগ্রাম চালানোর জন্য ২০.০৭.২০১৩ তারিখের চুক্তি করা হয়েছিল।

-

ঙ) এই ধরনের নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্ত/আবেদনকারীর নির্দেশ অনুসারে ১৪.০৫.২০১৩ তারিখের ইমেল যোগাযোগের মাধ্যমে ১৯:০০ আই. এস. টি-তে, অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ১ আবেদনকারীকে তিনটি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে প্রদান করে যা সমস্ত আবেদনকারীর পক্ষে টাকা ৪,৬২,৯৭২-এবং সেই ডিমান্ড ড্রাফ্টগুলি গ্রহণের পরে আবেদনকারী তিনটি রসিদ ভাউচার জারি করে।

চ) কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে, বানসাল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটা আবেদনকারীর সাথে উল্লিখিত টাই-আপ চালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছে যার জন্য এপ্রিল, ২০১৪ থেকে নির্ধারিত ক্লাস শুরু করা যায়নি।

ছ) তদনুসারে অভিযোগকারী/বিপক্ষ দল নং ১ নিজেকে অভিযুক্ত/আবেদনকারীর ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসাবে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ০২.০১.২০১৪ তারিখে আবেদনকারীর সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করে এবং অভিযুক্তকে / অভিযোগকারীকে প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে বলে এবং অভিযুক্ত / আবেদনকারী ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ১৭.০১.২০১৪ এর মধ্যে একই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৬.০১.২০১৪ তারিখে উল্লিখিত পরিমাণ ফেরত দিতে অস্বীকার করে।

৪. দরখাস্তকারী বলেছেন যে ২৫.০২.২০১৪ তারিখে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারী / বিপরীত পক্ষ নং ১ দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের উল্লিখিত আবেদনটি পর্যবেক্ষণ করেছেন৷ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০ এর অধীনে উল্লিখিত অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করার পরে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করতে খুশি হয়েছেন৷

৫. আবেদনকারী বলেছেন যে আবেদনকারী এবং বিপরীত পক্ষ নং . ১ ২০.০৭.২০১৩ তারিখে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত চুক্তির বাইরে যেকোন বিরোধ দেখা দিলে একটি সালিসি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং উক্ত চুক্তিটি ৩৩.১১ নং ধারার মাধ্যমে বলপ্রয়োগের একটি ধারা প্রদান করেছে যা বিশেষভাবে বলেছে যে উল্লিখিত চুক্তির অধীনে তার কোনো বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থতার জন্য কোনো পক্ষই দায়বদ্ধ হবে না যদি পারফরম্যান্স প্রতিরোধ করা হয়, বাধা দেওয়া হয় বা একটি "ফোর্স ম্যাজেউর" ইভেন্ট দ্বারা বিলম্বিত হয় এবং এই ক্ষেত্রে তার বাধ্যবাধকতাগুলি স্থগিত করা উচিত। যতক্ষণ না ফোর্স ম্যাজিউর ইভেন্ট চলতে থাকে এবং প্রতিটি পক্ষকে অবিলম্বে একটি ফোর্স মেজেউর ইভেন্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করা উচিত এবং একটি পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য একসাথে পরামর্শ করা উচিত। উপরন্তু প্রকরণ নং . ৩৬.১ শর্ত থাকে যে উল্লিখিত চুক্তির ফলে উদ্ভূত কোনো বিরোধের বিষয়ে এই ধরনের সালিশি কার্যক্রমের এখতিয়ার নইডা (ইউ.পি.) এর জায়গায় হওয়া উচিত।

৬. আবেদনকারী বলেছেন যে বিপরীত পক্ষ নং ২ নয়ডায় এই ধরনের চুক্তি করেছে এবং উল্লিখিত ডিমান্ড ড্রাফ্টগুলি নয়ডায় আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তাই, শিলিগুড়ির জায়গার লার্নড ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত কথিত অভিযোগের ভিত্তিতে উপরোক্ত মামলার এখতিয়ার গ্রহণ করতে পারেননি।

৭. আবেদনকারী বলেন যে, উক্ত অভিযোগ আবেদনে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ দেওয়ানী প্রকৃতির এবং আবেদনকারী যখন 'এড্যুওয়েভ' স্যাটেলাইট ক্লাসের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন তখন উপরোক্ত ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার ভিত্তি ততটা বাড়াতে পারেনি, যা 'বনসল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মতো পরিষেবার মানের ক্ষেত্রে সমান ছিল।

৮. আবেদনকারী বলেছিলেন যে কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে আবেদনকারী উক্ত বনসল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটার পরিষেবা বিরোধী পক্ষ নং ১-কে প্রদান করতে অক্ষম হয়েছিল তা বিরোধী পক্ষ নং ১-এর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এবং এইভাবে উক্ত সত্যটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ২০.০৭.২০১৩ তারিখের চুক্তির উল্লিখিত ধারার অধীনে পড়ে যা 'ফোর্স ম্যাজুরে'-র জন্য নির্ধারিত।

৯. পিটিশনকারী বলেছেন যে ঘটনাটি তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং এর আগে পূর্বাভাস করা যেত না এবং সেইজন্য আবেদনকারীকে দায়বদ্ধ করা যায় না এবং উক্ত চুক্তিতে 'নতুনতা' অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

১০. আবেদনকারী বলেছিলেন যে আবেদনকারী যখন বিরোধী পক্ষ নং ১-এর সাথে উক্ত চুক্তিটি করেছিলেন, তখন আবেদনকারীর এবং উক্ত বনসল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটার মধ্যে একটি ভাল সম্পর্ক ছিল এবং তাদের উপর নির্ভর করে আবেদনকারী উক্ত বনসল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে পরিষেবা প্রদানের জন্য বিরোধী পক্ষ নং ১-এর দেওয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন। তবে উল্লিখিত কোম্পানির বিশ্বাসঘাতকতা আবেদনকারীকে 'এডুওয়েভ'-এর স্যাটেলাইট ক্লাসের ফ্র্যাঞ্চাইজি হওয়ার জন্য বিপরীত পক্ষের কাছে একটি প্রস্তাব দিতে বাধ্য করেছিল। তাই আবেদনকারীর কোনো সময়ে বিপরীত পক্ষকে প্রতারণা করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না বা ভবিষ্যতে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে জেনে আইওডিএল এডুকেশন প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে এই ধরনের চুক্তিতে প্রবেশ করতে বিপরীত পক্ষকে প্ররোচিত করেনি।

১১. পিটিশনকারী বলেছেন যে অভিযোগের পিটিশনের খালি নজরে দেখে মনে হয়েছিল যে অভিযোগ লেনদেন হয়েছে নয়ডার এখতিয়ারের মধ্যে, জেলার অধীনে সেক্টর - ২০ থানার অধীনে - গৌতম বুদ্ধ

নগর, উত্তরপ্রদেশ যেটি নীচের শিক্ষানবিশ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে ছিল এবং সেই হিসাবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের অপরাধটি আমলে নেওয়ার কোন এখতিয়ার ছিল না।

১২. পিটিশনকারী বলেছেন যে অভিযোগের উল্লিখিত পিটিশন থেকে এটি উপস্থিত হয়েছিল যে কথিত আদেশগুলি বিদগ্ধ ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে দেওয়া হয়নি বা তার এখতিয়ারের মধ্যে কোনও অর্থ প্রদান করা হয়নি এবং এর জন্য এমন কোনও অভিযোগের কারণ তৈরি হয়নি যার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধটি আমলে নিতে পারতেন।

১৩. পিটিশনকারী বলেছেন যে এটি স্বীকার করেছে যে আবেদনকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাস করছেন। অতএব, বিদগ্ধ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে এটা বাধ্যতামূলক ছিল যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত এমন একটি মামলায় যেখানে একজন অভিযুক্ত তার এখতিয়ার প্রয়োগ করা এলাকার বাইরের জায়গায় বসবাস করছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি স্থগিত করে, হয় তদন্ত করা। মামলাটি নিজে বা একজন পুলিশ অফিসার বা একজন ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন যেভাবে তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে প্রক্রিয়া চলার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে কি না। বর্তমান ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০২ এর অধীনে প্রদত্ত আইনের উল্লিখিত বিধান মেনে না চলায়, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আইনে গুরুতর ত্রুটি করেছেন এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রক্রিয়া জারি করার কারণে এই ধরনের বিধান ভুল এবং তাই খারিজ করা দায়বদ্ধ।

১৪. পিটিশনকারী বলেছেন যে উল্লিখিত অভিযোগটি একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হচ্ছে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন প্রক্রিয়া জারি করা যাবে না এবং এইভাবে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি বাতিল করা হবে।

১৫. পিটিশনকারী বলেছেন যে নীচের বিজ্ঞ আদালতের উপরোক্ত মামলার বিচার করার এখতিয়ারের অভাব ছিল এবং সেইজন্য কার্যধারাটি বাতিলের দায়বদ্ধ ছিল এবং এতে প্রদত্ত সমস্ত আদেশগুলি খারিজ করা দায়বদ্ধ ছিল৷

১৬. পিটিশনকারী বলেছেন যে তথ্য এবং পরিস্থিতিতে বিশেষ করে যদি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০ এর অধীনে অভিযোগকারীর পরীক্ষা বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে অসম্পূর্ণ কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল৷

১৭. পিটিশনকারী বলেছেন যে যদি না উল্লিখিত কার্যধারা বাতিল করা হয়, আবেদনকারী অপূরণীয় ক্ষতি এবং আঘাতের শিকার হবেন।

১৮. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে -

আমি উল্লিখিত অভিযোগের পিটিশনে দেখানো পদক্ষেপের কারণটি সম্পূর্ণভাবে দেওয়ানী প্রকৃতির এবং তাই উপরোক্ত ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করার জন্য ক্ষেত্রটি ততটা উত্থাপন করতে পারে না যখন আবেদনকারী 'এডুওয়েভ' স্যাটেলাইট ক্লাসের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকে যা 'বানসাল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মতো পরিষেবার মানের ক্ষেত্রে সব দিক থেকে সমান।

ii কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে আবেদনকারী উক্ত বনসল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটার পরিষেবা বিরোধী পক্ষ নং ১-কে প্রদান করতে অক্ষম হয়েছিল এবং এইভাবে উক্ত

তথ্যটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ২০.০৭.২০১৩ তারিখের চুক্তির উল্লিখিত ধারার অধীনে ফাইল করে যা 'ফোর্স ম্যাজুরে'-এর জন্য নির্ধারিত ছিল।

iii. আবেদনকারী যখন বিরোধী পক্ষ নং ১-এর সাথে উক্ত চুক্তিটি করেন, তখন আবেদনকারীর এবং উক্ত বনসল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, কোটার মধ্যে একটি ভাল সম্পর্ক ছিল এবং তাদের উপর নির্ভর করে আবেদনকারী উক্ত বনসল ক্লাস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে পরিষেবা প্রদানের জন্য বিরোধী পক্ষ নং ১-এর দেওয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু উক্ত সংস্থার বিশ্বাসঘাতকতা আবেদনকারীকে 'এডুওয়েভ'-এর স্যাটেলাইট শ্রেণীর ফ্র্যাঞ্চাইজি হওয়ার জন্য বিপরীত পক্ষকে একটি প্রস্তাব দিতে বাধ্য করেছিল। তাই আবেদনকারীর কোনো সময়ে বিপরীত পক্ষকে প্রতারণা করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না বা ভবিষ্যতে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে জেনে আইওডিএল এডুকেশন প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে এই ধরনের চুক্তিতে প্রবেশ করতে বিপরীত পক্ষকে প্ররোচিত করেনি।

iv. অভিযোগের আবেদনটি খালি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে সমস্ত অভিযুক্ত লেনদেন উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার সেক্টর-২০ পুলিশ স্টেশনের অধীনে নয়ডার এখতিয়ারের মধ্যে হয়েছিল, যা লার্নড ট্রায়াল কোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে ছিল এবং এইভাবে লার্নড ম্যাজিস্ট্রেটের অপরাধের বিচার করার কোনও এখতিয়ার ছিল না।

V. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সিআরপিসি এর ধারা ২০২-এ প্রণীত বিধানগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হন।

vi. নীচের বিজ্ঞ আদালতের উপরোক্ত মামলাটি বিচার করার এখতিয়ার নেই এবং সেইজন্য কার্যধারা বাতিল হতে পারে এবং এতে প্রদত্ত সমস্ত আদেশ একপাশে সেট করার জন্য দায়ী৷

vii. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের উপাদানগুলি হাতে থাকা তথ্যগুলিতে অনুপস্থিত এবং যেমন, মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর কোনও ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া যাবে না।

viii. উল্লিখিত ইস্যু প্রক্রিয়াটি ভুল এবং প্রক্রিয়াটি আইনের দৃষ্টিতে খারাপ।

ix উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির মুখে আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত কথিত অপরাধের বিষয়ে উল্লিখিত অপ্রীতিকর কার্যধারা বজায় রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান এবং ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটাবে।

১৯. **পরমজিৎ বাত্রার ক্ষেত্রে বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য**[১], মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট নিম্নরূপ আদেশ দেন: -

"১২. *কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় হাইকোর্টকে সতর্ক থাকতে হবে। এই ক্ষমতা সামান্য এবং শুধুমাত্র কোন আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের শেষ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। একটি অভিযোগ একটি ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কি না তা নির্ভর করে তাতে অভিযোগ করা তথ্যের প্রকৃতির উপর। ফৌজদারি অপরাধের অপরিহার্য উপাদান আছে কি না তা উচ্চ আদালতের বিচার করতে হবে। সিভিল লেনদেন প্রকাশ করার অভিযোগের একটি*

---

[১] (২০১৩) ১১ এসসিসি ৬৭৩

ফৌজদারি টেক্সচারও থাকতে পারে। কিন্তু হাইকোর্টকে অবশ্যই দেখতে হবে যে কোনো বিরোধ যা মূলত দেওয়ানী প্রকৃতির হয় তাকে ফৌজদারি অপরাধের পোশাক দেওয়া হয় কি না। এমন পরিস্থিতিতে, যদি একটি দেওয়ানী প্রতিকার পাওয়া যায় এবং বাস্তবে, এই ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে, গৃহীত হয়, তাহলে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য হাইকোর্টের ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

১৩. আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, এখানে বিরোধ মূলত হোটেল ব্যবসার লাভ এবং এর মালিকানা নিয়ে। মুলতুবি দেওয়ানী মামলা সেই সমস্ত বিষয়ের যত্ন নেবে। আপীলকারীর দ্বারা জাল এবং তঞ্চকতা নথি ব্যবহার করার অভিযোগটিও উক্ত মামলায় মোকাবেলা করা যেতে পারে। আপিলকারীর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ দায়েরের জন্য উত্তরদাতা নং ২-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বর্তমান অভিযোগ দায়ের করেছেন। ৪০৬ আইপিসি ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে উত্তরদাতা ২ এর দায়ের করা আরেকটি মামলায় আপীলকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বিবাদী দোকানের দখলও আপীলকারী উত্তরদাতা ২-এর কাছে হস্তান্তর করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের মতে, বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে। অন্যথায় হাইকোর্টের রায়ে ভুল ছিল।

" ২০. **যশবন্ত সিং আমাদের রাজ্য পাঞ্জাব এবং আরেকটি**[২], মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ আদেশ করেন:

১৭. *এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ "গিয়ান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য" মামলায় পুনরায় আইনি অবস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে, যা উচ্চ আদালতের ক্ষমতা নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে*

---

[২]২০২১ এসসিসি অনলাইন SC ১০০৭

ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষেত্রে, সিআরপিসি-এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়। বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি আর.এম. লোধা (তখন তিনি যা ছিলেন) রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ৬১-তে স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, যে সমস্ত অপরাধগুলো মৌলিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে বেসামরিক চরিত্রের হয়, তাদের বাতিল করার জন্য বিভিন্নভাবে বিচার করা উচিত, বিশেষ করে বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, দেওয়ানী, অংশীদারিত্ব বা এ ধরণের লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধ বা বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ, যৌতুক সম্পর্কিত অপরাধ, বা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুলটি মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির হয় এবং পক্ষগুলি তাদের পুরো বিরোধ মীমাংসা করে নিয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬১ থেকে প্রাসঙ্গিক নির্যাস নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে:

" ৬১. উপরের আলোচনা থেকে যে অবস্থানটি উঠে এসেছে তা সংক্ষেপে বলা যেতে পারেঃ কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বা এফআইআর বা অভিযোগ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে ফৌজদারি আদালতকে ৩২০ ধারার অধীনে অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করার জন্য দেওয়া ক্ষমতার থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদা। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কোন বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বিস্তৃত পরিপূর্ণতা রয়েছে তবে এটিকে এই জাতীয় ক্ষমতায় প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে ব্যবহার করতে হবে যেমন: (i) ন্যায়বিচারের প্রান্ত সুরক্ষিত করতে, বা (ইন) কোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে। কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করার ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে অপরাধী এবং ভুক্তভোগী তাদের

বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন তা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং কোন বিভাগ নির্ধারণ করা যাবে না। তবে এ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে হাইকোর্টকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি ও মাধ্যাকর্ষণ বিবেচনা করতে হবে। মানসিক বিকৃতির জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ বা খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধ যথাযথভাবে বাতিল করা যায় না যদিও ভিকটিম বা ভিকটিম এর পরিবার এবং অপরাধী বিরোধ নিষ্পত্তি করে ফেলেছে। এই ধরনের অপরাধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। একইভাবে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের মতো বিশেষ সংবিধির অধীন অপরাধ বা সেই ক্ষমতায় কাজ করার সময় সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে কোনো আপস; এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করতে পারে না। কিন্তু অত্যধিক এবং প্রধানত দেওয়ানী স্বাদের ফৌজদারি মামলাগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে আলাদা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্য, দেওয়ানী, অংশীদারিত্ব বা এই ধরনের লেনদেন বা যৌতুক সংক্রান্ত বিবাহের ফলে উদ্ভূত অপরাধগুলি থেকে উদ্ভূত অপরাধগুলি, ইত্যাদি বা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুলটি মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের সম্পূর্ণ বিরোধের সমাধান করেছে। এই শ্রেণীর মামলায়, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি তার দৃষ্টিতে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতার কারণে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্তকে চরম নিপীড়ন ও কুসংস্কারের মধ্যে ফেলবে এবং ভুক্তভোগীর সাথে পূর্ণ এবং

সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আপস সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করার মাধ্যমে তার প্রতি চরম অবিচার হবে। অন্য কথায়, হাইকোর্টকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অন্যায্য বা ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে কিনা বা ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা ভুক্তভোগী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে মীমাংসা এবং সমঝোতা সত্ত্বেও আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য। অন্যায়কারী এবং ন্যায়বিচারের শেষ নিশ্চিত করতে হবে কিনা, ফৌজদারি মামলাটি শেষ করা উপযুক্ত এবং উপরের প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে হাইকোর্ট তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে ফৌজদারি কার্যক্রম "

১৮. পার্বতভাই আহির ওরফে পার্বতভাই ভীমসিংহভাই কারমুর বনাম এই আদালতের তিন বিচারক বেঞ্চ। রাজ্য গুজরাট ৪৮২ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে উচ্চ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বিস্তৃত নীতিগুলি স্থাপন করেছে। বিচারপতি ডাঃ ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বেঞ্চের পক্ষে কথা বলে, অনুচ্ছেদ ১৬ এবং উপ অনুচ্ছেদে নীতিগুলি গণনা করেছেন। একই নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়:

" ১৬. বিষয়ের নজির থেকে উদ্ভূত বিস্তৃত নীতিগুলি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

১৬.১। ধারা ৪৮২ হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে যাতে কোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা যায় বা ন্যায়বিচারের

শেষ নিশ্চিত করা যায়। বিধান নতুন ক্ষমতা প্রদান করে না। এটি শুধুমাত্র উচ্চ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলিকে স্বীকৃতি দেয় এবং সংরক্ষণ করে।

১৬.২। হাইকোর্টের প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের আহ্বান এই ভিত্তিতে যে অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে একটি মীমাংসা হয়ে গেছে, একটি জটিলতার উদ্দেশ্যে এখতিয়ারের আহ্বানের মতো নয়। অপরাধ অপরাধ সংঘটিত করার সময়, আদালতের ক্ষমতা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ধারা ৩২০ এর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ৪৮২ ধারার অধীনে বাতিল করার ক্ষমতা আকৃষ্ট হয় এমনকি যদি অপরাধটি অ-সংযোগযোগ্য হয়।

১৬.৩। ধারা ৪৮২ এর অধীনে একটি ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ তার এখতিয়ার প্রয়োগে বাতিল করা উচিত কিনা তা নিয়ে মতামত গঠনের ক্ষেত্রে, বিচারের শেষগুলি অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগকে ন্যায্যতা দেবে কিনা তা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে।

১৬.৪। যদিও হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ব্যাপক পরিধি এবং পূর্ণতা রয়েছে এটিকে ব্যবহার করতে হবে (০) ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বা) কোন আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে।

১৬.৫ একটি অভিযোগ বা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করা উচিত কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই ভিত্তিতে যে অপরাধী এবং ভিকটিম বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে, চূড়ান্তভাবে প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর আবর্তিত হয় এবং নীতিগুলির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ প্রণয়ন করা যায় না।

১৬.৬। ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এমন একটি আবেদন মোকাবেলা করার সময়, হাইকোর্টকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ যার মধ্যে মানসিক অবক্ষয় বা অপরাধ যেমন খুন, ধর্ষণ এবং ডাকাতি যথাযতভাবে বাতিল করা যায় না যদিও ভিকটিম বা ভিকটিমের পরিবার বিরোধ নিষ্পত্তি করে ফেলেছে। এই ধরনের অপরাধ, সত্যিকার অর্থে, ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় কিন্তু সমাজের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচার চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি গুরুতর অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বার্থের ওভাররাইডিং উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৬.৭। গুরুতর অপরাধ থেকে আলাদা, এমন ফৌজদারি মামলা হতে পারে যেগুলোতে দেওয়ানী বিরোধের অপ্রতিরোধ্য বা প্রধান উপাদান রয়েছে। প্রত্যাহার করার অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলনের ক্ষেত্রে তারা একটি স্বতন্ত্র পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৬.৮। বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্য, অংশীদারিত্ব বা একটি অপরিহার্য নাগরিক স্বাদের অনুরূপ লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি মামলাগুলি উপযুক্ত পরিস্থিতিতে যেখানে পক্ষগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে তা বাতিলের জন্য পড়তে পারে।

১৬.৯ এই ধরনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি বিবাদকারীদের মধ্যে সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী হয় এবং একটি ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা নিপীড়ন ও কুসংস্কারের কারণ হয়; এবং

১৬.১০। উপরের প্রস্তাব ১৬.৮, এবং ১৬.৯ এ সেট করা নীতির এখনও একটি ব্যতিক্রম আছে। রাষ্ট্রের আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে জড়িত অর্থনৈতিক অপরাধের প্রভাব রয়েছে যা ব্যক্তিগত বিবাদকারীদের মধ্যে বিবাদের ডোমেনের বাইরে থাকে। যেখানে অপরাধী আর্থিক বা অর্থনৈতিক প্রতারণা বা অপকর্মের মতো কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত সেক্ষেত্রে তাকে বাতিল করতে অস্বীকার করা হাইকোর্টের ন্যায়সঙ্গত হবে। আর্থিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অভিযোগ করা আইনের পরিণতিগুলি ভারসাম্য বজায় রাখবে।"

১৯. নিষ্পত্তিকৃত আইনি নীতির উপরোক্ত আলোচনা থেকে, বর্তমান মামলার তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে আদালতের প্রক্রিয়ার একটি সুস্পষ্ট অপব্যবহার হয়েছে এবং আরও যে আদালতের দায়িত্ব ছিল ন্যায়বিচারের শেষগুলি সুরক্ষিত করা। আমরা নিম্নলিখিত কারণে এটি বলি:

ক) এফআইআর-এ উত্থাপিত অভিযোগগুলি একটি অত্যধিক এবং প্রধানত একটি দেওয়ানি স্বাদের ছিল কারণ অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে তিনি তার ছেলের বিদেশে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রধান অভিযুক্ত গুরমিত সিংকে অর্থ প্রদান করেছিলেন। গুরমিত সিং ব্যর্থ হলে অভিযোগকারী প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার জন্য প্রদত্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারতেন।

খ) প্রাথমিকভাবে, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং অর্থনৈতিক শাখার দুই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দেখেছেন যে অভিযোগের কোনো সারমর্ম নেই এমনকি একটি প্রাথমিক বিচারযোগ্য মামলাও করা হয়েছে এবং তাই বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে, সিনিয়র

পুলিশ সুপারের নির্দেশে, এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং বিষয়টি তদন্ত করা হয়েছিল। বিশ্বাসের কোনও অপরাধমূলক লঙ্ঘন পাওয়া যায়নি এবং ৪২০ আইপিসি ধারার অধীনে শুধুমাত্র গুরমিত সিংয়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল।

গ) অভিযোগকারী নাসিব সিং স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে তিনি গুরমিত সিংকে ৪ লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছেন এবং গুরমিত সিংকে ২ লক্ষ টাকার চেকও দিয়েছেন যা তিনি নগদ করেছিলেন।

ঘ) বিচার চলাকালীন বর্তমান আপীলকারী এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত গুরপ্রীত সিংকে ৪২০ আইপিসি ধারার অধীনে বিচারের জন্য ৩১৯ সিআরপিসি ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এপ্রিল ২০১৪-এ তলব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণার কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই কারণ তারা দুজনই ইতালিতে বিদেশে স্থায়ী ছিলেন।

ঙ) অভিযোগকারী নাসিব সিং প্রধান অভিযুক্ত গুরমিত সিং এর সাথে একটি আপস করেছিলেন যা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাখিল করা হয়েছিল এবং এটি ২৬.০৯.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল এবং আর্থিক লেনদেনের অভিযুক্ত অপরাধটি জটিল হয়ে যায়। গুরমিত সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চ) ২০১৪ সাল থেকে, বর্তমান আপীলকারী এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত গুরপ্রীত সিং যারা ইতালিতে ছিলেন তাদের আদালতের দ্বারা তলব করা হচ্ছে। আপিলকারীকে ঘোষিত অপরাধী ঘোষণা করা হয়। আপীলকারী তাকে ঘোষিত অপরাধী ঘোষণা করার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন এবং সেই প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য একটি ৪৮২ সিআর.পি.সি পিটিশনও

দায়ের করেছিলেন যেখানে তিনি ২৬.০৯.২০১৪ এর কম্পাউন্ডিং আদেশও দাখিল করেছিলেন।

ছ) হাইকোর্ট শুধুমাত্র এফআইআরটি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এফআইআর-এ আপিলকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা উল্লেখ করে, ৪৮২ সিআরপিসি ধারার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছে।

২০. আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, হাইকোর্ট প্রথমত রেকর্ডে থাকা সমস্ত উপাদান বিবেচনা না করে এবং পরবর্তীতে এই সত্যটিকে উপলব্ধি না করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে যে বিবাদটি, যদি থাকে, নাগরিক প্রকৃতির ছিল এবং অভিযোগকারী ইতিমধ্যেই মূলের সাথে তার স্কোর নিষ্পত্তি করেছেন। অভিযুক্ত গুরমিত সিং যার বিরুদ্ধে ২৬.০৯.২০১৪ পর্যন্ত মামলাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে, আপীলকারীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

" ২১. বিজ্ঞ বিচার আদালত সিআর.পি.সি এর ধারা ২০২-এ গণনা করা পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রক্রিয়া জারি করেছে যা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হয়রানি এবং মিথ্যা অভিযোগের সম্ভাবনা বাতিল করার জন্য আইনের আদেশ এবং সেই অনুযায়ী একটি গুরুতর ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে।

২২. ২০.০৭.২০১৩ তারিখের চুক্তিতে উল্লেখিত 'আরবিট্রেশন ক্লজ' নিম্নরূপ বলে: -

" ৩৬. এখতিয়ার ও সালিশ :

৩৬.১। উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতগুলি শুধুমাত্র নইডা (ইউ.পি.) এর বিচারিক এখতিয়ারের অধীন হবে।

৩৬.২। এই চুক্তির পক্ষগুলি সম্মত হয় যে এই চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে যে সমস্ত বিরোধ বা মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে সেগুলি সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ এবং এর পরবর্তী যে কোনও সংশোধনীর বিধান অনুসারে সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যাখ্যা করা হবে। পক্ষগুলি আরও সম্মত হয় যে সমস্ত বিরোধ দিল্লি হাই আরবিট্রেশন সেন্টারে (" ডিএসি ") পাঠাতে এবং যেকোনো সালিশি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডিএসি (সালিসি) নিয়ম মেনে চলে। ডিএসি-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।"

২৩. ২০.০৭.২০১৩ তারিখের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকারের জন্য "সালিশী কার্যক্রম" এর আশ্রয় নেওয়ার জন্য সম্মত শর্তাবলী সহ পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি সম্পূর্ণরূপে নাগরিক প্রকৃতির। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০ এর অধীনে অপরাধ গঠনকারী উপাদানগুলি অনুপস্থিত। আদালতে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলে আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

২৪. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৪ সালের সি.আর. নং ১০১ হিসাবে অভিযোগের মামলার কার্যপ্রণালী যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে জারি করা হয়েছে শিলিগুড়ির ৩য় আদালতের বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মুলতুবি রয়েছে এবং সেখানে দেওয়া সমস্ত আদেশ এবং একটি ২৫.০২.২০১৪ তারিখের আদেশ শিলিগুড়ির শিলিগুড়ির ৩য় আদালতের সিআর নং ১০১-এর ২০১৪ সালের সিআর নং এবং তাতে দেওয়া সমস্ত পরবর্তী এবং অন্যান্য আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

২৫. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ২০১৪ সালের সিআরআর ২০৭৫ হচ্ছে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনী আবেদন অনুমোদিত।

২৬. তদনুসারে, ২০১৪ সালের সিআরআর ২০৭৫ নিষ্পত্তি করা হয়েছে৷

২৭. খরচ হিসাবে কোন আদেশ নেই।

২৮. এই রায়ের একটি অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতের রেকর্ডগুলি একবারে পাঠানো হবে৷

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে।

২৯. এই আদেশের ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে৷